

সূরা ৯০ : বালাদ, মাক্কী

(আয়াত ২০, রুকু ১)

৯০ - سورة البلد مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ২০, رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) শপথ করছি এই নগরের,

১. لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

(২) আর তুমি এই নগরের বৈধ  
অধিকারী হবে।

২. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

(৩) শপথ জন্মদাতার এবং যা  
সে জন্ম দিয়েছে তার।

৩. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

(৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্রেশের মধ্যে।	<p>٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ</p>
(৫) সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা?	<p>٥. اَلْحَسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ</p>
(৬) সে বলে : আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।	<p>٦. يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لُبِّدَا</p>
(৭) সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেহই দেখছেনা?	<p>٧. اَلْحَسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ</p>
(৮) আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষু যুগল?	<p>٨. اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ</p>
(৯) তার জিহ্বা ও গুঠদ্বয়?	<p>٩. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ</p>
(১০) এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি?	<p>١٠. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ</p>

### মানব সন্তানকে ক্রেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এখানে নিরাপত্তাপূর্ণ শান্তির শহর মাক্কা মুআয্যমার শপথ করছেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, بِهَذَا الْبَلَدِ এর অর্থ হচ্ছে ‘মাক্কা নগরী’ এবং وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ এর অর্থ হচ্ছে ‘হে মুহাম্মাদ! এই শহরে যুদ্ধ করা তোমার জন্য অনুমোদন দেয়া হল। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) সাজিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা শুধু ঘন্টা খানেকের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) উপরোক্ত মনীষীগণ যে সব বক্তব্য রেখেছেন তারই অনুমোদন পাওয়া যায় সবার কাছে গ্রহণীয় একটি সহীহ হাদীসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিন থেকে এই শহরকে (মাক্কা) পবিত্র করেছেন। অতএব আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে এ শহরটি বিচার দিবস পর্যন্ত পবিত্র থাকবে। এর গাছ, এর লতাপাতা এবং ঘাসসমূহ কখনো কর্তন করবেনা। একমাত্র এক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আজকেই আবার এর পবিত্রতা বহাল করা হয়েছে যেমনটি গতকাল ছিল। অতএব এখানে যারা উপস্থিত আছ তারা তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিবে, যারা এখানে উপস্থিত নেই। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘এখানে (মাক্কায়) যুদ্ধ-বিগ্রহের বৈধতা সম্বন্ধে কেহ আমার যুদ্ধকে যুক্তি হিসাবে পেশ করলে তাকে বলে দিতে হবে : আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদের জন্য দেননি।’ (ফাতহুল বারী ১/২৩৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَوَالِدَ مَا وَلَدَ**। মুজাহিদ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), শুরাহবিল ইব্ন সা‘দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, জন্মদাতা বলতে আদমকে (আঃ) এবং মানব জাতি হল আদম সন্তান। (কুরতুবী ২০/৬১, দুররুল মানসুর ৮/৫১৯, তাবারী ২৪/৪৩২) এই উক্তিটিই উত্তম বলে অনুভূত হচ্ছে। কেননা এর পূর্বে মাক্কাভূমির শপথ করা হয়েছে যা সমস্ত যমীন ও বস্তিসমূহের জননী। অতঃপর মাক্কার অধিবাসীদের শপথ করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মূল বা শিকড় আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের শপথ করা হয়েছে। আবু ইমরান (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইবরাহীম (আঃ)

এবং তাঁর সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাধারণভাবে সকল পিতা এবং সকল সন্তানের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৩৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাছ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্য দিয়ে। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) এবং যুরাইজ (রহঃ) ‘আতা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে কাবাদ (كَبَدٍ) শব্দ সম্পর্কে বলেন যে, মানুষকে কষ্টকর পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করনা? অতঃপর তিনি তার জন্মের সময়ের যন্ত্রনা, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে দাঁত গজানো ইত্যাদি উল্লেখ করেন। (তাবারী ২৪/৪৩৪) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫) মা সন্তানকে দুধ পান করানোয় এবং লালন-পালন করায়ও কঠিন কষ্ট স্বীকার করেছে। কাতাদাহ’ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে : কঠিন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল : কঠিন অবস্থায় এবং দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২০)

### আল্লাহর রাহমাত ও নি‘আমাতরাজী দ্বারা মানুষ পরিব্যাপ্ত

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা? এর ভাবার্থে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, তারা ধারণা করে যে, তাদের ধন-সম্পদ নিতে কেহ সক্ষম নয়? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই? তারা কি জিজ্ঞাসিত হবেনা যে, তারা কোথা থেকে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? ((তাবারী ২৪/৪৩৬) নিঃসন্দেহে তাদের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতঃপর বলা হয়েছে : يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا

لَبَدًا আদম-সন্তানরা বলে বেড়ায় : আমরা বহু ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলেছি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আদম সন্তান বলে বেড়ায় যে, সে অনেক সম্পদ ব্যয় করেছে। (তাবারী ২৪/৪৩৬) আল্লাহ বলেন : أَيَحْسَبُ أَن تَرَاهُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কেহ দেখছেন? অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য মনে করে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ আমি কি মানুষকে দেখার জন্য দু'টি চক্ষু প্রদান করিনি? মনের কথা প্রকাশ করার জন্য কি আমি তাদেরকে জিহ্বা দিইনি? কথা বলার জন্য, পানাহারের জন্য, চেহারা ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কি আমি তাদেরকে দু'টি ওষ্ঠ প্রদান করিনি?

## ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও

### আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দু'টি পথই দেখিয়েছি।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) আসিম (রহঃ) হতে, তিনি জিরুর (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতে বর্ণিত পথ দু'টি হচ্ছে ভাল পথ ও খারাপ পথ। (তাবারী ৪৩৭) একই কথা বলেছেন আলী (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু ওয়াইল (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (তাবারী ২৪/৪৩৭-৩৮, দুররুল মানসুর ৮/৫২১-২২) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২-৩)

(১১) কিছ্র সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলনা।	১১. فَلَا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
(১২) তুমি কি জান, গিরি সংকট কি?	১২. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
(১৩) এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান।	১৩. فَكُ رَقَبَةٍ
(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের সময় আহাৰ্য দান	১৪. أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
(১৫) পিতৃহীন আত্মীয়কে,	১৫. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
(১৬) অথবা ধূলায় লুষ্ঠিত দরিদ্রকে।	১৬. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
(১৭) অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারনের ও দয়া দাক্ষিণ্যের।	১৭. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
(১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী।	১৮. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ

(১৯) যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারা হতভাগ্য।	<p>১৯. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ</p>
(২০) তাদের উপরই অবরুদ্ধ রয়েছে প্রচণ্ড আগুন।	<p>২০. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ</p>

### সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ** অর্থাৎ ওরা মুক্তি ও কল্যাণের পথে চলেনি কেন? তারপর মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে : তোমরা কি জান আকাবা’ কি? কোন গোলামকে মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা।

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি কোন মু‘মিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। এমন কি, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান।’

আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) এ হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইব্ন মারজানাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন : “আপনি কি স্বয়ং আবু হুরাইরাহর (রাঃ) মুখে এ হাদীসটি শুনেছেন?” তিনি উত্তরে বলেন : “হ্যাঁ।” তখন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) তাঁর গোলাম মুতাররিফকে ডেকে বলেন : “যাও, তুমি আল্লাহর নামে মুক্ত।” (আহমাদ ২/৪২২, ফাতহুল বারী ৫/১৭৪, ১১/৬০৮; মুসলিম ২/১১৪৭, তিরমিযী ৫/১৪৪, নাসাঈ ৩/১৬৮)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্ন আবাসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্রের উদ্দেশে মাসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর

বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ মুক্তকারীর ফিদইয়া (মুক্তিপণ) হিসাবে গণ্য করে তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি দীনী আমল করা অবস্থায় বার্ষিক্যে উপনীত হয় তাকে কিয়ামাতের দিন নূর দেয়া হবে। (আহমাদ ৪/৩৮৬)

অন্য এক রিওয়াযাতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু উমামাহ (রহঃ) হতে তিনি আমর ইব্ন আবাসাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আস-সুলাইম (রহঃ) তাকে বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন একটি হাদীস কোন রকম কমানো বাড়ানো ছাড়া আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তখন আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :

‘মুসলিম থাকা অবস্থায় যার তিনটি সন্তান জন্ম লাভ করে এবং সাবালক (বাল্যে) হওয়ার পূর্বে যদি তারা মারা যায় তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি করুণা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে ধূসর বর্ণ ধারণ করে বিচার দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তা আলোকিত করবেন। যে ব্যক্তি জিহাদের মাঠে আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য একটি তীরও নিষ্ক্ষেপ করে এবং তা যদি শত্রু পর্যন্ত পৌঁছে, তা শত্রুকে আঘাত করুক কিংবা না করুক, সে একটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গের জন্য মুক্তকারীর প্রতি অংগ প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদ করার জন্য আল্লাহর উদ্দেশে দু’টি পশু প্রস্তুত করে রাখে তাহলে জান্নাতের যে আটটি দরজা রয়েছে তার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে অনুমতি দিবেন।’ (আহমাদ ৪/৩৮৬) ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনা ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর প্রতিটি সনদ উত্তম ও মযবূত। সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য।

ذِي مَسْغَبَةٍ এর অর্থ হল ক্ষুধাতুর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে খাদ্য খাওয়ানো। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) ذَا مَقْرَبَةٍ এর অর্থ করেছেন ঐ ব্যক্তি যার



সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৫) এটাও আবার ঐ শিশু যে ইয়াতীম বা পিতৃহীন হয়েছে। আর তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। যেমন মুসনাদ আহমাদে সালমান ইব্ন আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : “মিসকীনকে সাদাকাহ দেয়া হল শুধু একটি সাদাকা, আর আত্মীয় স্বজনকে সাদাকাহ করলে একই সাথে দু'টি কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সাদাকার সাওয়াব এবং আর একটি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার সাওয়াব।” ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর বর্ণনা ধারা সঠিক। (আহমাদ ৪/২১৪, তিরমিযী ৩/৩২৪, নাসাঈ ৫/৯২)

مَثْرَبَةٌ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ এর অর্থ করেছেন এমন মিসকীন যে ধূলালুপ্তিত, পথের উপর পড়ে আছে, বাড়িঘর নেই, বিছানাপত্র নেই। (তাবারী ২৪/৪৪৪) এ ছাড়া যার ক্ষুধার জ্বালায় পেট মাটির সাথে লেগে আছে। যে নিজের গৃহ হতে দূরে রয়েছে। যে মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, পরমুখাপেক্ষী, ঋণী, কপর্দকহীন, খবরাখবর নেয়ার মত যার কেহ নেই। যার পরিবার-সদস্য অনেক অথচ সম্পদ কিছুই নেই। এসবই প্রায় একই অর্থবোধক। তদুপরি এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেইসব কাজের জন্য আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে। সেই পুরস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ... وَ مَنْ أَرَادَ لآخرَةٍ ... অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৯)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। (সূরা গাফির, ৪০ : ৪০)

তারপর তাদের আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ** তারা লোকদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার এবং তাদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ করার জন্য একে অপরকে নাসীহাত করে। যেমন হাদীসে রয়েছে : অনুগ্রহকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' (আবু দাউদ ৫/২৩১) অন্য এক হাদীসে রয়েছে : 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেনা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়না।' (মুসলিম ৪/১৮০৯)

সুনান আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করেনা এবং আমাদের বড়দের অধিকার স্বীকার করেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (আবু দাউদ ৫/২৩১)

এরপর আল্লাহ বলেন : **أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ** এ সব লোক তারাই যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

## বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা

এরপর আল্লাহ বলেন : **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ** আর আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলে অবিশ্বাস করেছে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তারা আগুন পরিবেষ্টিত হবে। ঐ অগ্নি হতে কোন দিন মুক্তিও পাবেনা এবং অব্যাহতিও মিলবেনা। ঐ আগুনের দরজা দিয়ে তাদের বের হওয়ার পথ অবরুদ্ধ থাকবে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), আতিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন

যে, **مُؤَصَّدَةٌ** এর অর্থ হচ্ছে বন্ধ। (তাবারী ২৪/৪৪৭, দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সূরা **وَيْلٌ** **لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ** এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : তার মধ্যে কোন জানালা থাকবেনা, ছিদ্র থাকবেনা, কোন আলোও থাকবেনা। সেই জায়গা হতে কখনো বের হওয়া সম্ভব হবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪৭)

সূরা বালাদ এর তাফসীর সমাপ্ত।